'আজি কটরায় ভিজাইচুঁ রে খইলা—
আইসেক ঢেনা ঘষেক রে মাথা।
পিঠিখান ঘষেয়া দে রে ঢেনা—
ঢেনা রে, কোপালত্ নাই তোর মাইয়া।।'

গ. বাড়িঢুকা গান

গান গেয়ে ব্রতচারিণীরা শোভাযাত্রা সহকারে গৃহেস্থের বাড়ি ঢোকে। বাড়ি ঢোকার পূর্বে তারা যে গান করে, সেই গানকে 'বাড়িঢুকা' গান বলে। মেছেনি গানের এটি তৃতীয় পর্যায়। অসহায় মানুষের সমস্ত ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশার কথা জানানোর জায়গা হলো গারাম দেবতা। একটি গানে তার প্রমাণ মেলে—

"গাঁয় গারাম ঠাকুর রে,
তোকে ভক্তি করিম্ রে;—
হায় রে দুলালিয়া ঠাকুর,
হেরোয়ার নিগাইল্ চোরে রে।।"

ঘ. বসানি ও চুমানি

গৃহিনী উঠানের একটা জায়গা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা পিঁড়ি পেতে দেয়। তখন মারোয়ানি এসে সেই পিঁড়ির উপর দেবীর ডালা নামায়। এই সময়ে যে গান চলে, তাকে 'বসানি গান' বলে। মারোয়ানি গৃহিনীর দেওয়া ফুল, দুধ, আতপচাল, সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে দেবীবরণ করে বলে, এই পর্যায়কে 'চুমানি'ও বলা হয়। 'বসানি' ও 'চুমানি' মেছেনি গানের চতুর্থ পর্যায়।

ঙ. নাচানি

মেছেনি গানের পঞ্চম পর্যায় হলো 'নাচানি'। নাচের সঙ্গে এই গান করা হয় বলে এই পর্যায়ের গানকে 'নাচানি' বলে। উঠানে জল ঢেলে স্থানটি পিচ্ছিল করা হয়। তারপর নৃত্যশিল্পীরা মেছেনি ডালার চতুর্দিকে গোল হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকে ডানদিকে আধা কোণা করে দুই হাতে পাটানি (রাজবংশী মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র)-র কোণা তুলে সাপের মতো আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে, মাটিতে দুপা জড়ো করে ঘষ্তে-ঘষ্তে বৃত্তাকারে সবাই ডানদিকে ঘুরতে থাকে এবং দু-হাতের পরিধেয় বস্ত্র বাতাসে আন্দোলিত করতে থাকে। নাচে যারা অংশগ্রহণ করে, তারা গান করে না।

'নাচানিয়া' গানে তাদের গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-বেদনার চিত্রই ফুটে ওঠে। এর সুর দ্রুতলয়ের। একটি নাচানিয়া গানে এক নারীর স্বামী হারানোর দুঃখ-বেদনা ফুটে উঠেছে—

'দুই নয়ানের জলে রে বান্ধব
ভিজে গেইল্ মোর পাটানি;
কান্দিয়া কান্দিয়া বান্ধব রে
আজি পোহায়নু রজনী।'

গানটির ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

চ. উঠানি পর্যায়

এই পর্যায়ে, গান গেয়ে দেবীকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গান গেয়ে দেবীকে উঠিয়ে নেওয়া হয় বলে, এই গানের নাম 'উঠানি'। এই পর্বের গানে নানা রঙ্গতামাশা করা হয়।

'যারে বাড়ীত্ যাছি গে আই,
তাহে কহছে—ধান গে নাই;
গসা হয়া পালাছে—
নেন্দুর নেকেনাই।'

গানটিতে গৃহস্থের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ছ. ভুরাভাসানি

কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরি করা হয়। সেই ভেলায় ডালাটি স্থাপন করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দিয়ে পুজো করা হয়। তারপর ভেলাটি তিস্তা দেবীর উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ি বাড়ি সংগৃহীত চাল-ডাল-সবজী-রান্না করে নদীর তীরে বসে খাওয়া হয়। মেছেনি গানের এই পর্বটিকে 'ভুরাভাসানি' বলে। এভাবেই মেছেনি ব্রত সমাপ্ত হয়। মেছেনি ব্রতের পর্যায়গুলির মধ্যে 'পাথারিয়া' ও 'নামানিয়া' পর্যায়ের গানের সাহিত্য মূল্য যেমন সর্বাপেক্ষা বেশি তেমনি সামাজিক গুরুত্বও অপরিসীম।

১.৬.৭. বারোমাসিয়া

বারোমাসিয়া মূলত বিরহিনী নারীর গান। ছয় ঋতু বা বারোমাসের বিরহ ব্যথা, শূন্যতা ও হাহাকারকে কেন্দ্র করে বারোমাসিয়া গানগুলি রচিত হয়েছে। শুধু লোকসাহিত্যে নয়, শিষ্টসাহিত্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বারোমাসিয়া একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বারোমাসিয়া গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়িকা, নায়ক নয়।

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ, বারোমাসি গানের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> "বারোমাস্যা বা বারোমাসিয়া সাধারণত বিরহকাতরা নারীর বিরহগীতি। কিন্তু উদ্ভবকালে ইহা প্রেমের সহিত জড়িত ছিল না। ইহা মূলত কৃষি-জীবনের সহিত সম্পৃক্ত ছিল, এবং ফল-ফসল-বৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য বা প্রার্থনার জন্য গীত এক ধরণের যাদু-মন্ত্রাত্মক গান ছিল। নারীই কৃষি-কর্মের আবিষ্কারক বলিয়া নারীই ইহার প্রধান ধারক ছিল বটে, তবে পুরুষেও উহা গাহিত; কালক্রমে উহা কেবল প্রেমের এবং নারীর দুঃখগীতিতে পরিণত হইয়াছে।"[১৬]

নৃতত্ত্ববিদ্গণ দেখিয়েছেন, কৃষি ও উর্বরতার সঙ্গে নারীর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সাংস্কৃতিক স্তরে নারী এবং উর্বরাশক্তি একাকার হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে নির্বিশেষ নারীর গান হয়ে উঠেছে। একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে—

উর্বরাশক্তি → পৃথিবী / নারী → নারী → নারীর গান।